ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৮১ ● কলকাতা ● ১১ চৈত্র, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৫ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দক্ষিণ কলকাতায় দলীয় অনুষ্ঠানে চেয়ার-কালি ছোড়াছুড়ি! ঘরোয়া কোন্দলে জর্জরিত বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঘরোয়া কোন্দলে জর্জরিত বঙ্গ বিজেপি শিবির। আদি-নব্য কোন্দলে দক্ষিণ কলকাতায় রীতিমতো শোরগোল। দলীয় কর্মীদের হাতে নিগৃহীত দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য। যার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চলছে জোর চর্চা।বলে রাখা ভালো, দক্ষিণ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

অক্সফোর্ডে মমতার ভাষণ, যোগ দেবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মুখ্যমন্ত্রীর এবারের লন্ডন সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ২৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণ। অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজ থেকে আমন্ত্রিত হয়েই তাঁর বিলেত যাত্রা।সোমবারও লন্ডনের আকাশ মেঘলা। পারদ নিম্নমুখী। একগুচ্ছ কাজের ফাঁকেও এই আবহাওয়াকে সঙ্গী করে অভ্যাসবশত এদিনও লন্ডনের রাস্তায় মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে ভারতীয় হাই কমিশনে বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি ও তাঁর টিম। মঙ্গলে শিল্প বৈঠক, বুধে সরকারি স্তরে আলোচনা। বৃহস্পতিবারই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ। মূল বিষয়, সামাজিক উন্নয়ন। আসলে এই সামাজিক উন্নয়নে মমতার মডেল এখন বিশ্ববন্দিত। সেই সাফল্যের কথাই শুনতে চায় অক্সফোর্ডের পড়ুয়ারা।

এরপর ৩ পাতায়

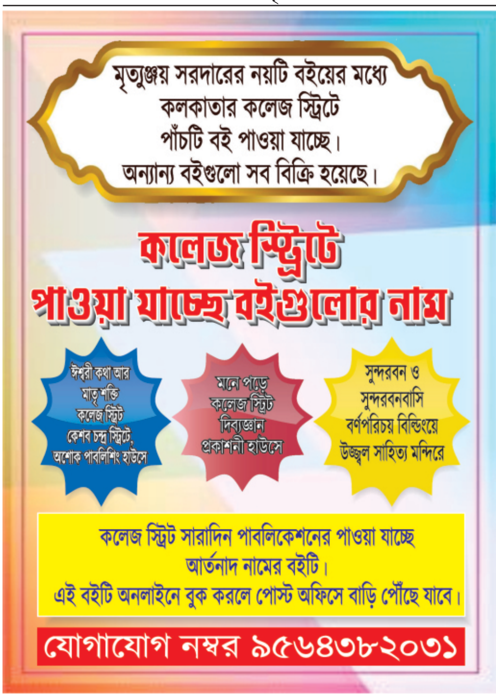

রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ধস

সুলেখা চক্রবর্তী, হাওড়া

যতদিন এগোচ্ছে ততই রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে হাওড়ায় বেলগাছিয়া ডাম্পিং স্টেশনের ধস। সোমবার সকালে বেলগাছিয়া ধসে যাওয়ার ডাম্পিং স্টেশন এলাকায় যান রাজ্যের পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম । টিভি জানান,"ভাগাড় সরিয়ে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা, চলছে সার্ভে: নিজের তহবিলেই অর্থের ব্যবস্থা রাজ্যের, জানালেন ফিরহাদ হাকিম

বহু বছর ধরে জমে থাকা ভাগাড় সরানোর কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখানকার মাটি একেবারেই ব্যবহারযোগ্য নয়। আজ, সোমবার সারাদিন জুড়ে ওই এলাকায় সার্ভে । মঙ্গলবার পুর ও নগরন্নয়ন দফতরে বৈঠক বসে ঠিক হবে—ভাগাড় থেকে সরিয়ে কোথায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

এ বিষয়ে পুর ও নগরন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, “এখানে পুরো অঞ্চলটাই ভাগাড়, এখানে কোনও মাটি নেই। মানুষ অবৈধভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। তাই খালি জমি চিহ্নিত করে, সেখানেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।”ফিরহাদ হাকিম আরও জানান, “কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম বা শহরের জন্য কোনও বরাদ্দ দিচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকার নিজেদের তহবিল থেকেই পুরো অর্থের ব্যবস্থা করছে।”

তিনি বলেন, “অনেক বছর ধরে এই মাটি পড়ে থাকায় তা শক্ত আর ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেছে। আমরা যখন এই অংশ কাটছি, তখন দেখা যাচ্ছে, অনেক জায়গা আলগা হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছু জায়গায় ভেঙেও পড়ছে। এর ফলে জমির উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। তাই দ্রুত প্রসেসিং-এর কাজ শুরু করা দরকার।”

পাশাপাশি, কেএমডিএ-র তরফে জানানো হয়েছে, বিপজ্জনক অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে শিট পাইলিংয়ের কাজ শুরু হবে। যেসব এলাকায় বর্জ্য জমা হয়েছে, সেগুলি ট্রাকে করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে প্রসেসিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে জায়গা ফাঁকা হবে, আগামী দু'মাসের মধ্যে সেখানে প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ফিরহাদ হাকিম জানান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজও কাল থেকেই শুরু করবে কেএমডিএ।

তিনি আরও বলেন, “নগরন্নয়ন দফতর এবং কেএমডিএ যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে—এখানে পোর্টেবল কম্প্যাক্টর বসানোর মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সেই নিয়ে দ্রুত কর্মসূচি নেওয়া হবে। সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। শহরের বিভিন্ন ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করে দ্রুত প্রসেসিং এবং পুনর্বাসন দুই-ই শুরু করতে হবে।”

মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ২-৩ বছর সময় লাগবে। তবে বায়ো-মাইনিং পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত ভাগাড় সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলবে। ফিরহাদবাবুর কথায়, “মিথেন গ্যাস মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আমরা চাই, দ্রুত এই গ্যাস নির্গমন বন্ধ করে

এরপর ৪ পাতায়

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসে যক্ষ্মা মুক্ত ভারত গড়ে তোলার সংকল্প

বেবি চক্রবর্তী

সারা বিশ্ব থেকে যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষে প্রতি বছর ২৪ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস।

গত বছর ৯ ডিসেম্বর থেকে এ বছর ২৪ মার্চ পর্যন্ত জাতীয় যক্ষা নির্মূলকরণ কর্মসূচি ‘টিবি দূরীকরণ ১০০ দিনের পণ’ নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

টিবি বা যক্ষা মুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষে এবার বিশ্ব যক্ষা দিবস পালিত হল বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত মা সারদা চ্যারিটেবেল ডিস্পেন্সারিতে। এই উপলক্ষে প্রান্তিক মানুষদের যক্ষা পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং করা হল ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন(N S I C) র কলকাতা শাখা অফিসের

সহযোগীতায়।

এন এস আই সি-র কলকাতার জোনাল জেনারেল ম্যানেজার ডক্টর অনুপম গায়েন বলেন, দেশ থেকে যক্ষা নির্মূলকরণের লক্ষ্যে যক্ষা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে পরিক্ষা বা স্ক্রিনিং বাড়ানো দরকার। সেই কাজে সহযোগীতা করতে এন এস আই সি র পক্ষ থেকে যক্ষা পরিক্ষার কিট তুলে দেওয়া হয়েছে।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সন্নাসী স্বামী অভিন্নানন্দ মহারাজ বলেন, যক্ষা মুক্ত দেশ গড়ে তোলার লক্ষে তারা এন এস আই সি র সহযোগিতায় এদিন থেকে এক হাজার রোগীর যক্ষা পরিক্ষা ও তাদের ঔষধ দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। পরে এই সংখা আরো বাড়ানো হবে।

(১ম পাতার পর)

অক্সফোর্ডে মমতার ভাষণ, যোগ দেবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

এমনিতে 'দিদি'র অত্যন্ত স্নেহের বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি বাংলার শিল্প মহলে যোগ হয়েছে তাঁর নাম। বাংলার একাধিক এলাকায় কারখানা তৈরি করে কর্মসংস্থানে উদ্যোগী হয়েছেন সৌরভ। সেই সূত্রেই মমতার আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছেন তিনি। এবার অক্সফোর্ডেও মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের শ্রোতা হতে চলেছেন 'দাদা'।

সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে ওইদিন অক্সফোর্ডে যাবেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে ভারতের এক প্রতিনিধিদল যাচ্ছেন। সেই দলে থাকছেন সৌরভ।

ছ'দিনের সফরে শনিবার কলকাতা থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার লন্ডন পৌঁছন তিনি। বাকিংহ্যাম প্যালেসের কাছে সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেলে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার লন্ডন সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষ সচিব গৌতম সান্যাল, শিল্প সচিব বন্দনা যাদব, ডাইরেক্টর অফ সিকিওরিটি পীযূষ পাণ্ডে। এছাড়াও রয়েছেন WBTC-এর অফিসাররা।

পাশাপাশি শিল্পপতি সত্যম রায়চৌধুরী, মেহুল মোহানকা, উমেশ চৌধুরী, সন্তোষ বাঙ্গারও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

(১ম পাতার পর)

দক্ষিণ কলকাতায় দলীয় অনুষ্ঠানে চেয়ার-কালি ছোড়াছুড়ি! ঘরোয়া কোন্দলে জর্জরিত বিজেপি

কলকাতা জেলা বিজেপির ঘরোয়া কোন্দল নতুন নয়। জেলা বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। দলীয় কর্মীদের একাংশের দাবি, টাকা কিংবা অন্যান্য দামি সামগ্রীর বিনিময়ে পদ পাইয়ে দেন জেলা সভাপতি। বেশ কয়েকদিন আগে এই নিয়ে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। তারই মাঝে রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় দলীয় অনুষ্ঠানে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মারামারিতে স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠীকোন্দল যে আরও প্রকট হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পদ্মশিবির।রবিবার ঠাকুরপুকুরের আনন্দনগর বাজার এলাকায় সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান ছিল।সেখানে দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্যের সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানের মাঝে অন্য শিবিরের একদল বিজেপি কর্মী-সমর্থক পৌঁছন। কেন দীর্ঘদিনের কর্মীদের সক্রিয় সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে না, সে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। তা নিয়ে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি তেতে ওঠে। শুরু হয় চেয়ার ছোড়াছুড়ি। জেলা বিজেপি সভাপতির এক অনুগামীর গায়ে কালি ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ। দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতির তরফে এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বিজেপি মণ্ডল সভাপতির গায়ে কালি দলীয় কর্মীদেরই

শহরজুড়ে তৃণমূলের হোর্ডিং জল্পনার মাঝেই ব্যাকরণের 'ক্লাস' নিলেন বাবুল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ব্যস্ত রয়েছেন লন্ডন সফরে। তার আগে দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া আলাদা আলাদা পতাকা হোর্ডিং ছড়িয়ে পড়ার পর, তৈরি হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন তাদের একেবারে হাতে ধরে বাংলা

ব্যাকরণ শেখালেন বাবুল সুপ্রিয় ।

এখানেই শেষ নয় একেবারে হাতে ধরে শেখানোর মতো বাবুল বললেন, 'ব্যাকরণটা ঠিক রাখো। ভাষাটা শিখে যাবে। ওটাই মেন। ছোটোবেলায় A, B,C,D শেখানো হয়।' কিন্তু খাস কলকাতার যখন মমতা-অভিষেকের ছবি দেওয়া আলাদা আলাদা পতাকা-হোর্ডিং নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে তখন ব্যাকরণ শিখিয়ে দলীয় কর্মীদের ঠিক কী বার্তা দিতে চাইলেন বাবুল সুপ্রিয়?বললেন, 'রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেত্রী এবং অভিষেক তাঁর সেনাপতি'।

রবিবার ফ্যামের বৈঠক থেকে কলকাতা জুড়ে হোর্ডিং জল্পনার মধ্যেই দলের কর্মীদের এমনই বার্তা

এরপর ৬ পাতায়

রামনবমী নিয়ে এবার হুঁশিয়ারি কার্তিক মহারাজের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রামনবমী নিয়ে রাজ্যে ক্রমশ চড়ছে রাজনীতির পারদ। রামনবমী উপলক্ষ্যে ১ কোটি হিন্দুকে রাস্তায় নামার ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর এবার রামনবমী নিয়ে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন কার্তিক মহারাজ। বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজের গলায় এবার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খবর পাওয়া যাচ্ছে, রামনবমীতে ইডেন গার্ডেন্সে IPL-এর আইপিএল-এর ম্যাচে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানায় লালবাজার। সূত্রের খবর, কলকাতায় না হলে সেই ম্যাচ হতে পারে অসমে। এই প্রেক্ষিতেই এবার রাজ্য পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজ। এমনকী উৎসব পালনে সমস্যা হলে লঙ্কাকাণ্ড হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

৬ এপ্রিল রামনবমীর দিনেই বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস। সূত্রের খবর, প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে রামনবমী পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ওইদিন এক কোটি হিন্দু পথে নামবে। পাল্টা কটাক্ষ করে তৃণমূল বলছে - উন্নয়নের রাজনীতিতে পাল্লা দিতে না পেরে, ভেদাভেদের ন্যারেটিভ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। সবমিলিয়ে রাম নবমী ঘিরে তুঙ্গে উঠেছে রাজনীতি।রামনবমী যত এগিয়ে আসছে ততই তা ঘিরে বাড়ছে শাসক-বিরোধী তরজা। রবিবার হলদিয়ার সভা থেকে ফের একবার বড় করে রামনবমী পালনের আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মরক্ষা কমিটি গড়ার ডাক দিলেন

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ইজরায়েলি বোমায় খতম হামাস প্রধানমন্ত্রী

ইজরায়েলের হামলার মৃত্যু হয়েছে প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নতুন প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল বারহুমের।রবিবার রাতে দক্ষিণ গাজায় বৃহত্তম হাসপাতালে হামলা চালাল ইজরায়েল সেনা। ইজরায়েলের হামলার কারণে খান ইউনুসের নাসির হাসপাতালে আগুন ধরে গিয়েছিল। তাতে হামাসের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)।২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইজরায়েল এবং হামাসের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রায় ১৮ মাসের এই যুদ্ধে গাজা ভূখণ্ডে মৃত প্যালেস্টাইনিদের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে দাবি হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। গত জানুয়ারি থেকে সাময়িক যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে ইজরায়েলি সেনা নতুন করে হামলা শুরু করেছে বলে অভিযোগ। তাতেও নিহতের সংখ্যা কয়েকশো।ইসমাইল বারহুমের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে হামাসও। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রককে উল্লেখ করে সংবাদ সংস্থা এপি জানিয়েছে, যুদ্ধে আহত বহু মানুষের চিকিৎসা চলছিল নাসের হাসপাতালে। সেই সময়ে হামলা চালায় ইজরায়েলি বাহিনী। হাসপাতালের অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত বিভাগের (সার্জিক্যাল উইং) উপর বোমা পড়ে। সেখানে আগুন ধরে যায়। তাতে বহু রোগী নতুন করে আহত হয়েছেন। এক জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে।

হামলার কথা স্বীকার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আইডিএফ জানিয়েছে, রবিবার রাতের হামলায় হামাসের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার মৃত্যু হয়েছে। এর আগে অন্যত্র ইজরায়েলের হামলায় জখম হয়েছিলেন তিনি। নাসির হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। সেখান থেকেই ইজরায়েল বিরোধী পরিকল্পনাও তিনি চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁকে মারতেই হাসপাতালে বোমা ফেলা হয়েছিল, মেনে নিয়েছে ইজরায়েলি সেনা।পরে হামাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল বারহুম নাসের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই ইজরায়েলি বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় গাজার খান ইউনিসে প্রতিরক্ষা বাহিনী সফলভাবে ইসমাইল বারহুমকে নাসির হাসপাতালে হত্যা করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'ইসমাইল বারহুম ছিলেন গাজার হামাস সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী। নিহত প্রধানমন্ত্রী ইশাম দা-লিসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।' ইসমাইল বারহুম হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এছাড়া, সংগঠনের অর্থনৈতিক দিকটিও তিনিই সামলাতেন। কিছুদিন আগে আকাশপথে ইজরায়েলের এক হামলায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন তিনি।

আইডিএফের বক্তব্য, তাদের হামলায় আশপাশের তেমন কোনও ক্ষতি যাতে না হয়, যতটা সম্ভব তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই হামলার দায়ও হামাসের উপরেই চাপিয়েছে তারা। অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবেই হাসপাতালগুলিকে নিজেদের আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন হামাস জঙ্গিরা। এভাবে তাঁরা সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলছেন।এদিকে হামলার প্রসঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমাদের এই হামলার মূল লক্ষ্য হল হামাসকে গাজার মাটি থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা। যতক্ষণ ইজরায়েলি পণবন্দিরা গাজায় আটকে থাকবেন, ততক্ষণ ইজরায়েল কোনও দয়া দেখাবে না।' জানা যাচ্ছে, সংঘর্ষবিরতি চুক্তিতে দুই দেশের তরফে বন্দি প্রত্যার্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও ইজরায়েলের দাবি, হামাসের হাতে এখনও পর্যন্ত বন্দি রয়েছেন ৬০ জন।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

দিয়েছে বহু কাল হইতে,মা যেমন একটি সন্তানকে ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করে বড় করে তাই আমরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পদ মানব ।তেমনই পৃথিবীর সমস্ত জীব কে সৃষ্টি করে তার ধরিত্রীর বুকে লালন পালন করছে, আমাদের মতন সমস্ত প্রাণী ও জীবকুলকে।যে যা বলে বলুক না কেন ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্যে ভগবানের সৃষ্টি,তাই ভক্তিভাবে প্রকৃতিকে পূজা করলে বা ঈশ্বরকে ডাকলে করোনার মর্মার্থ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এরমধ্য বিজ্ঞানসম্মত কারণ লুকিয়ে আছে,ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা, মধ্যে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ধস

পুরো এলাকা পরিষ্কার করে ফেলা হোক। আমরা জাদু করতে পারি না, কিন্তু পরিকল্পনা মতো কাজ চললে কয়েক বছরের মধ্যেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।” তবে এত কিছুর পরেও বেলগাছিয়ার ওই এলাকার মানুষ ভিটে ছাড়তে নারাজ। তাদের অভিযোগ কৌশলে তাদের দিতে ছাড়া করা হচ্ছে। সোমবার সরকারী আধিকারিকরা সার্ভে করতে গেলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার লোকজন পরে অবশ্য পুরো মন্ত্রী শ্রীরাধ হাকিম আসার খবরে তারা শান্ত হয়। অন্যদিকে দিন বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গেলে তাকে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে শুভেন্দু অধিকারী আহত হন বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপি সুত্রে। এরপরই শুভেন্দু অধিকারী হাওড়া পুর নিগম ডাক দেন। মোটের ক্রমশ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে হাওড়া ধ্বসে যাওয়া বেলগাছিয়া এলাকা। তবে এত কিছুর মধ্যেও এলাকা ছাড়তে নারাজ বেলগাছিয়া মানুষ। তাদের অভিযোগ কৌশলে তাদের দিতে ছাড়া করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই সোমবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেলগাছিয়া ইসুতে সরগরম থাকলো হাওড়া শহর।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যে অন্যায় করেছেন তার প্রতিদিনই রুষ্ট হয়েছেন ইনি হচ্ছেন শনি দেবতা।অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা শনিদেবের মধ্যে ছিল চিরন্তন ভাবে। একজন মানুষকে যেভাবে অত্যাচার, অবিচার অনাচার, করলে তার ভিতরে যেমন ক্রোধ তৈরি হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমাকে রক্তাক্ত করেছে পুলিশ, রক্ত গুছিয়ে রাখলাম', বেলগাছিয়ায় দাঁড়িয়ে হুমকি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এখনও উত্তপ্ত বেলগাছিয়া। স্থানীয়দের বিক্ষোভে দফায় দফায় অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সেখানে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হাতে আঁচড়ের দাগ দেখিয়ে তাঁর দাবি, 'আমাকে রক্তাক্ত করেছে পুলিশ। রক্ত গুছিয়ে রাখলাম।'এদিকে, পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলে মেরামতির কাজ। শনিবারই শিবপুর-সহ হাওড়ার একাংশে জল সরাবরাহ শুরু হয়। তবে উত্তর হাওড়ার ১৪ টি ওয়ার্ডে মিলছিল না জল। কেএমডিএ ও হাওড়া পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের চেষ্টায় মেরামতির যাবতীয় কাজ শেষ হয় রবিবার। প্রশাসন সূত্রে খবর, রবিবার সন্ধেয় গোটা হাওড়ায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে।

সোমবার সকালে ধস বিপর্যস্ত বেলগাছিয়ায় যান পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। আগামী তিনদিনের মধ্যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে বলেই আশ্বাস দেন ফিরহাদ। এদিকে, এদিন দুপুরের দিকে বেলগাছিয়ায় যান শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন শংকর ঘোষ। বিরোধী দলনেতার দাবি, তাঁকে পুলিশ বাধা দেয়। কথা কাটাকাটির মাঝে তাঁকে শারীরিক হেনস্তা করা হয় বলেও অভিযোগ। হাতে আঁচড়ের দাগ দেখিয়ে তাঁর দাবি, "পুলিশ আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। আমাকে রক্তাক্ত করেছে। এই রক্ত গুছিয়ে রাখলাম।"বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "২০০ শতাংশ কাজের নমুনা দেখুন। গরিবের কী অবস্থা। খাবার নেই। মিথেন গ্যাস বেরচ্ছে। আরও বড় ঘটনা ঘটবে যদি রাজ্য সরকার উন্নাসিকতা করে।"

এরপর চিকিৎসক সজল ঘোষের হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে বিধানসভায় যান। এদিকে বেলগাছিয়া থেকে বিধানসভায় পৌঁছন শুভেন্দু। বাইরে থেকে আসা চিকিৎসক শুভেন্দুর (Suvendu Adhikari) চিকিৎসা করেন।

কেন বিধানসভার চিকিৎসককে দেখালেন না রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ, হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড়ে ধস নামে। খুব অল্প সময়ে ধস ভয়াবহ রূপ নেয়। পরবর্তীতে ফেটে যায় শিবপুর ও উত্তর হাওড়া কেন্দ্রের জল সরবরাহের মূল পাইপলাইন। চরম সমস্যায় পড়েন বাসিন্দারা। উত্তর হাওড়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্ধ হয়ে যায় জল সরবরাহ। এরপর পাশে দাঁড়ায় কলকাতা ও উত্তরপাড়া পুরসভা। 'নির্জলা' হাওড়ায় জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়। এসবের মাঝেই ওই ভাগাড় সংলগ্ন এলাকায় প্রায় দেড় বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে রাস্তায় ফাটল দেখা দেয়। একাধিক বাড়িতেও ফাটল নজরে পড়ে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো শনিবার বিকেল থেকে নতুন সমস্যা দেখা যায়। জানা যায়, মাটি থেকে বেরচ্ছে মিথেন গ্যাস। পাশেই গঙ্গা, ফলে নদীর জলে মিথেন গ্যাস মেশার সম্ভাবনা তৈরি হয়। যা দুশ্চিন্তা কয়েকগুণ বাড়ায়।

জাল ওষুধের দুর্নীতি জেনে ফেলেছিল', ধর্ষণের মোটিভ ছিল! অভয়ার মা'য়ের দাবি তোলপাড় বাংলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ধর্ষণ নাকি গণধর্ষণ! কলকাতা হাইকোর্টের একের পর এক প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত কেস ডায়েরিও জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। একই সঙ্গে এই মামলায় রাজ্য সরকারের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলে কলকাতা হাইকোর্ট।অন্যদিকে এদিন মামলার শুনানি যেভাবে এগিয়েছে তাতে আশ্বাস প্রকাশ করেছেন তিলোত্তমার মা। তাঁর কথায়, মনে তো হচ্ছে বিচারের দিকে এগোচ্ছে। আমরা অনেকবার সিবিআইকে বুঝিয়েছি যে এটা 'প্রাতিষ্ঠানিক খুন'। ধর্ষণের মোটিভ ছিল না, খুন করাই ছিল মোটিভ, দাবি অভয়ার মা'য়ের। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে আরও চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তিনি। বলেন, হাসপাতালে জাল ওষুধের দুর্নীতি সে জেনে ফেলেছিল, এর প্রতিবাদ করেছিল। আর সেই কারণেই খুন করা হয়েছে বলে বিস্ফোরক দাবি তিলোত্তমার মা'য়ের। এই বিষয়টিও বারবার সিবিআইকে জানানো হয়, কিন্তু কোনও গ্রাহ্য করেনি। এবার নড়েচড়ে সিবিআই বসবে বলে দাবি তিলোত্তমার মা'য়ের। বলে রাখা প্রয়োজন,

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhattacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৫ পাতার পর)

জাল ওষুধের দুর্নীতি জেনে ফেলেছিল', ধর্ষণের মোটিভ ছিল! অভয়ার মা'য়ের দাবি তোলপাড় বাংলা

এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলা হয়। মামলার শুনানিতে সরকারি আইনজীবী বলেন, বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কি পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত করা যায়? এমনকী বিশেষ আদালত কি এর অনুমতি দিতে পারে? শুনানিতে প্রশ্ন রাজ্যের। শুধু তাই নয়, বিশেষ আদালতে আবেদন কেন পরিবার জানাচ্ছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। রাজ্যের এহেন ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন সর্বস্তরে। শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

এদিন যেভাবে আরজি কর মামলার শুনানি শুরু হল তাতে খুশি অভয়ার বাবা মা।

শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের ভূমিকাও নিয়েও প্রশ্ন তুললেন। তবে এবার হয়তো সিবিআই নড়েচড়ে বসবে। বিচার মিলবে বলেই মন্তব্য অভয়ার বাবা এবং মায়ের।।

এদিন কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে (RG Kar Case) সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিলোত্তমার বাবা।

বলেন, "রাজ্য সরকার একদিকে বলছে, আবারও তদন্তে তাদের কোনও আপত্তি নেই। আবার আইনের দিক থেকে বাধা দেখাচ্ছে। রাজ্য সরকারের আদৌতে কি চাইছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভয়ার পরিবার। শুধু তাই নয়, গত ৯ তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের যে চরিত্র আমরা দেখে আসছিলাম, ফের একবার কলকাতা হাইকোর্টে তা দেখা গেল বলেও এদিন দাবি করেন। একই সঙ্গে সিবিআই'য়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। অভয়ার বাবা বলেন, ৫৪ টি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা পেতে চাই। তবে এদিন যেভাবে বিচারপতি কথা বললেন তাতে স্পষ্ট বিষয়টি নিয়ে আদালত ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে সিবিআই তদন্তে একাধিক রহস্য রয়ে গিয়েছে বলেও দাবি করেন অভয়ার বাবা-মা। তাঁদের কথায়, অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন হয়নি সিবিআই তদন্তে। আরও গভীরে গিয়ে তদন্ত করা উচিৎ বলে দাবি।

অন্যদিকে এদিন মামলার শুনানি যেভাবে এগিয়েছে তাতে আশ্বাস প্রকাশ করেছেন তিলোত্তমার মা। তাঁর কথায়, মনে তো হচ্ছে বিচারের দিকে এগোচ্ছে। আমরা অনেকবার সিবিআইকে বুঝিয়েছি যে এটা 'প্রাতিষ্ঠানিক খুন'। ধর্ষণের মোটিভ ছিল না, খুন করাই ছিল মোটিভ, দাবি অভয়ার মা'য়ের। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে আরও চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তিনি। বলেন, হাসপাতালে জাল ওষুধের দুর্নীতি সে জেনে ফেলেছিল, এর প্রতিবাদ করেছিল। আর সেই কারণেই খুন করা হয়েছে বলে বিস্ফোরক দাবি তিলোত্তমার মা'য়ের। এই বিষয়টিও বারবার সিবিআইকে জানানো হয়, কিন্তু কোনও গ্রাহ্য করেনি। এবার নড়েচড়ে সিবিআই বসবে বলে দাবি তিলোত্তমার মা'য়ের।

(৩ পাতার পর)

রামনবমী নিয়ে এবার হুঁশিয়ারি কার্তিক মহারাজের

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। পাশপাশি তুললেন অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগ। শুভেন্দুর কথায় 'রামনবমী বড় করে করতে হবে। এলাকায় এলাকায় ধর্মরক্ষা কমিটি তৈরি করতে হবে। প্রশাসন বিভিন্ন অসহযোগিতা করছে। IC-রা নাম নিয়ে বলছে'

এই আবহেই বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজ বললেন, 'আমরা সনতান ধর্মে বিশ্বাসী শান্তিতে বিশ্বাসী। মানুষ তো বেরোবে। অসমে যদি আইপিলের সঙ্গে রামনবমী বতে পারে, এখানে কেন হবে না। প্রশাসন এখানে ব্যর্থ। কী করছে সেই প্রশ্ন। আগুন নিয়ে খেলছেন আগামী দিনে লঙ্কা কাণ্ড হতে পারে। মমতা সর্বধর্ম কথা বলেন কোথায় মানছেন?'

(৩ পাতার পর)

শহরজুড়ে তৃণমূলের হোর্ডিং জল্পনার মাঝেই ব্যাকরণের 'ক্লাস' নিলেন বাবুল

দিয়ে বাংলা ব্যাকরণের পাঠ পড়ালেন বাবুল সুপ্রিয় । বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই নির্বাচনী রণকৌশল ঠিক করতে রবিবার পাটুলির কলতান কমিউনিটি হলে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম FEARLESS AITC MEMBERS বা ফ্যাম। সেই বৈঠক ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই ছিল সাজো সাজো রব। গোটা সভাস্থল মুড়ে ফেলা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ব্যানারে। সংগঠনের সমস্ত নেতা কর্মীদের পরনে ছিল হলুদ রঙের 'ফ্যাম ফর টিএমসি' লেখা টি শার্ট। সেই সাথে প্রত্যেকের মুখে স্লোগান ছিল, 'অধিনায়ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ সর্বাধিক নায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।'

ঠিক এমন সময় সেই ভরা সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন তৃণমূল বিধায়ক এবং পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় (Babul Supriyo)। তখনও স্লোগান চলছিল সবার মুখে মুখে। এরপর ভরার সভায় আচমকা ছন্দপতন। সকলের সামনেই বাবুল সুপ্রিয় জানতে চান কে ঘোষণা করছে? তারপরেই একেবারে হাতে ধরে পুরোহিত মশাইয়ের পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র পড়ার মতো শুরু হয়ে যায় ক্লাস নেওয়া। সবার মাঝে এদিন বাবুল বললেন, 'আমি যেটা বলছি সেটা তুমিও বলবে। তারপরে তোমার সব বন্ধুরাও বলবে। ব্যাকরণ ঠিক রাখতে হবে।'

ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি নিজেই। তৃণমূল বিধায়ক ও পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র কথায়, 'যদি অধিনায়ক বলেন অভিষেক ব্যানার্জি, ...তাহলে কোচ কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দলে কোচ কে? কোচ কে? মমতা ব্যানার্জি আবার কে। অধিনায়ক বলুক, নায়ক বলুক।'

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের গোলি পপ সোডা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার আন্তর্জাতিক বাজারে ঢুকে পড়ল ভারতের গোলি পপ সোডা। আগের ভারতীয় গোলি সোডার নাম বদলে এখন এই নতুন নামেই জনপ্রিয় পানীয়কে আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়া রয়েছে। এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এপিইডিএ)।

আন্তর্জাতিক বাজারে এই ভারতীয় পানীয়টির বিশেষ চাহিদা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ইউরোপ এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে এই পানীয়টি পরীক্ষামূলকভাবে পাঠানো হয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোলি পপ সোডা আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়া হয়। বহুজাতিক সংস্থার পানীয়গুলির রমরমার কারণে গোলি সোডা বাজার থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। লন্ডনে ১৭ থেকে ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত এক প্রদর্শনীতে গোলি পপ সোডা তুলে ধরা হয়।

গোলি সোডা বা গোলি পপ সোডা শুধুমাত্র একটি পানীয় নয়, এটি পানীয়ের ক্ষেত্রে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও শিল্পের বার্তা বহন করে চলেছে।

সিনেমার খবর

cinema TV

সত্যি কি শ্রীলীলাকে ‘বিয়ে’ করছেন কার্তিক আরিয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান ও অভিনেত্রী শ্রীলীলার প্রেমের গুঞ্জন চলছে দীর্ঘ সময় ধরে। এবার সে গুঞ্জনকেই সত্যি প্রমাণ করলেন অভিনেতার মা মালা তিওয়ারি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মালা তিওয়ারি মুখ খুলেছেন তার ভবিষ্যত পুত্রবধূ সম্পর্কে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সে মুহূর্তের ভিডিও।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মালাকে প্রশ্ন করা হয় তিনি কেমন পুত্রবধূ চান? উত্তরে কার্তিকের মা বলেন, ‘পরিবারের সবাই চান হবু বৌমা যেন একজন ভালো ডাক্তার হন।’

মালার এমন উত্তরেই ভক্তরা দুইয়ে দুইয়ে চার গুনছেন। কেননা কার্তিকের মায়ের এমন বক্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে অভিনেত্রী শ্রীলীলার দিকেই।

অভিনেত্রী শ্রীলীলা বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলেও তিনি পড়াশুনা শেষ করেছেন চিকিৎসা শাস্ত্রে। শ্রীলীলার মাও একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। বাবা সুরাপনেনি শুভকর রাও বিখ্যাত শিল্পপতি।

এদিকে কার্তিকের পরিবারে সবাই চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত। বাবা, মা ও বোন সবাই ডাক্তার। তাই শ্রীলীলাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিচ্ছেন এমনটাই অনুমান করছেন ভক্তরা।

এ জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছেন অভিনেতার বোন কৃতিকা। সম্প্রতি কৃতিকা ক্যারিয়ারে মাইলস্টোন উদ্‌যাপন করতে একটি পার্টির আয়োজন করেন। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন শ্রীলীলাও। অভিনেতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নজরে পড়ে উপস্থিত অতিথিদেরও।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১৪ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে এক তেলেগু পরিবারে জন্ম নেন শ্রীলীলা। চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশুনা শেষ করলেও বিনোদন জগতে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তিনি।

হাত খরচ জোগাতে পোশাকের দোকানে চাকরি নিয়েছিলেন কাজল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাচ্চাদের দোকানে সেলস গার্ল লাগবে, এমন একটি বিজ্ঞাপন ঝুলতে দেখেছিলেন কাজল। হাত খরচের জন্য কাজটা করার কথা ভেবেছিলেন তিনি। দোকানে ঢুকে নিজে থেকেই বলেছিলেন, আমাকে কাজ দেবেন?

দোকানের মালিক কাজলকে আপাদমস্তক জরিপ করে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আপনি কাজ করতে পারবেন?। তখন মাথা নেড়ে দোকান মালিককে আশ্বস্ত করেছিলেন কাজল। তারপর যা ঘটল...

প্রথমদিন কাজে গেলেন কাজল।

দেখলেন দোকানের চারদিকে ঝুলছে বাচ্চাদের ছোট-ছোট জামা। সবকটি জামার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কাজল। এক জায়গায় বসলেন। হঠাৎ অনুভব করলেন, তার একটি পা নাচছে। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। ঘণ্টার পর-ঘণ্টা কেটে গেল, দোকানে একজনও ক্রেতা এলেন না। এক জায়গায় একটানা চুপ করে বসে থাকতে-থাকতে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেন কাজল।

এ প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন, আমার মনে হয়েছিল, এটা একটা শাস্তি। আমাকে আমার মা যেমন দুষ্টুমি করলে এক জায়গায় চুপ করে বসিয়ে রাখতেন, সেরকমই লাগছিল। অসহ্য ছিল ব্যাপারটা। সেই চাকরি বেশিদিন করতে পারেননি কাজল। তার মতো ছটফটে মেয়ের পক্ষে খুবই কঠিন একটি চাকরি ছিল সেটি।

আমিরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসতেই যে সিদ্ধান্ত নিলেন গৌরি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের মিস্টার পারফেকসনিস্ট আমির খান নিজের জন্মদিনে নতুন প্রেমিকার পরিচয় প্রকাশ্যে এনেছেন। জানা যায়, অভিনেতার নতুন প্রেমিকা গৌরি স্প্রাট। তিনি একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তার বাবা তামিল-ব্রিটিশ। মা পাঞ্জাবি-আইরিশ। যদিও নিজেকে ভারতীয় বলতেই পছন্দ করেন গৌরী। আমির খানের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গেই যুক্ত গৌরী।

এদিকে, এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাতারাতি আলোচনায় চলে এসেছেন গৌরি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার খোঁজ চলছে। আর প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসতেই নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গৌরি। তিনি প্রচারের আলো থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নিজের অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলেছেন। একইসঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেও আড়ালে রাখতে চাইছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, গত এক বছরের বেশি সময় ধরে ডেট করছেন গৌরী ও আমির। গৌরি স্প্রাট ভারতের বেঙ্গালুরুর অধিবাসী। যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ফ্যাশন অ্যান্ড স্টাইলিং বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন গৌরি। বর্তমানে হেয়ার ড্রেসিংয়ের কাজও করেন, মুম্বাইয়ে নিজের একটি সেলুন রয়েছে। উল্লেখ্য, গৌরীর এর আগেও একটি বিয়ে হয়েছিল। সে ঘরে তার একটি ৬ বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে।

৬ হাজার কোটি টাকার লিগ আনছে সৌদি আরব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের পথে এগোচ্ছে সৌদি আরব। প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা নিয়ে দেশটি একটি বৈশ্বিক টি-টোয়েন্টি লিগ চালুর পরিকল্পনা করছে।

অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'দ্য এজ' তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই লিগটি টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যামের আদলে আয়োজন করা হবে এবং এতে আটটি দল চারটি ভিন্ন ভেন্যুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের টুর্নামেন্টও থাকবে। ফাইনাল হতে পারে সৌদিতে। এতে ৫০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০৬৯ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্রীড়া বিনিয়োগকারী সংস্থা এসআরজে স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সঙ্গে সৌদি ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের আলোচনাও চলছে।

এই টি-টোয়েন্টি লিগ সৌদি আরবের 'এসআরজে স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠছে, যা মূলত দেশটির এক ট্রিলিয়ন ডলারের তহবিলের অংশ। লিগের মূল লক্ষ্য ক্রিকেটের প্রসার ঘটানো এবং নতুন রাজস্ব উৎস সৃষ্টি করা। বিশেষ করে, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের বাইরে টেস্ট ক্রিকেটের অর্থনৈতিক স্থিতি নিশ্চিত করার মতো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটি ভূমিকা রাখতে পারে।

এই লিগের ধারণাটি আসে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ও প্লেয়ার ম্যানেজার নিল ম্যাক্সওয়েলের কাছ থেকে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করা ম্যাক্সওয়েল এই লিগের পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং এটিকে বর্তমান টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতাগুলো যেমন আইপিএল, বিগব্যাশের মতো টুর্নামেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন।

সৌদি আরব ইতোমধ্যে ফুটবল, গলফ, ফর্মুলা ওয়ান এবং বক্সিংয়ের মতো ক্রীড়ায় বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে। এবার তারা ক্রিকেটের প্রতিও ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছে। সম্প্রতি দেশটি ২০২৫ সালের আইপিএলের নিলাম জেদ্দায় আয়োজন করেছে, যা ক্রিকেটের প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততার প্রমাণ। এছাড়া, সৌদি আরব ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রেখেছে এবং নতুন টি-টোয়েন্টি লিগের জন্য প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে।

প্রস্তাবিত টি-টোয়েন্টি লিগে আটটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকবে, যার মধ্যে কিছু দল ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেটপ্রেমী দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়ায় ভিত্তি পাবে, আবার কিছু দল উঠে আসতে পারে নতুন বাজার থেকে। লিগটিতে পুরুষ ও নারী উভয় প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবে।

পাকিস্তানি পেসারদের সেরা মানতে নারাজ মঈন আলী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইসিসি ইভেন্টে একের পর এক ব্যর্থতার গল্প লিখে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। অধিনায়ক, কোচ বদলালেও দলের পারফরম্যান্সে উন্নতি নেই বললেই চলে। এইতো কয়েকদিন আগে শেষ হওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান।

একের পর এক ব্যর্থতায় দেশটির পেসারদের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশটির সাবেক কিংবদন্তি পেসাররাও। যে কারণে আগামী বিশ্বকাপের কথা চিন্তা করে এখনও নতুনদের সুযোগ দেওয়ার কথা বলছেন তারা। এবার একই প্রশ্ন তুললেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ইংলিশ তারকা অলরাউন্ডার মঈন আলীও।

বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের পেস ত্রয়ী শাহীন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ ও হারিস রউফকে প্রতিভাবান বললেও তাদের সেরা মানতে নারাজ মঈন। বর্তমান সময়ের সেরা পেসার কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে মঈনের।

মঈন বলেন, 'বিশেষ করে পাকিস্তানি পটভূমির লোকেদের মধ্যে এই ধারণা রয়েছে যে পাকিস্তানে সেরা পেসার রয়েছে। আমি বলি, না। তারা ভালো, কিন্তু তারা সেরা নয়।'

মঈন আরও বলেন, 'নাসিম শাহ, শাহীন আফ্রিদি এবং হারিস রউফ খুব ভালো। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি না যে তারা খারাপ, তবে তারা সেরাও নয়।'

অবশ্য কেবল যে এই প্রশ্ন মঈন তুলেছেন তা নয়। সম্প্রতি ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ব্যর্থ হওয়ার পর এই পেস ত্রয়ীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশটির সাবেক কিংবদন্তি পেসাররাও। যে কারণে আগামী বিশ্বকাপের কথা চিন্তা করে এখনও নতুনদের সুযোগ দেওয়ার কথা বলছেন তারা।

অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অনেকেই ধারণা করছিলেন, হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। কিন্তু অবসরের সেই গুঞ্জনকে উড়িয়ে দিয়ে কোহলি বললেন, 'কোনো ঘোষণা দিচ্ছি না, এখনও খেলতে ভালোবাসি'।

গতকাল শনিবার (১৫ মার্চ) তার আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'খেলাটির প্রতি আনন্দ, ভালোবাসা যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, খেলা চালিয়ে যাব।' তিনি বলেন, 'ঘাবড়াবেন না।

আমি কোনো ঘোষণা দিচ্ছি না। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিক আছে। আমি এখনও খেলাটা খেলতে ভালোবাসি।'

কোহলি বলেন, 'আমি অর্জনের জন্য খেলাটি খেলি না। নিখাদ আনন্দ, তৃপ্তি ও খেলাটির প্রতি ভালোবাসা থেকেই খেলি। যতক্ষণ সেই ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকবে, আমি খেলা চালিয়ে যাব। এই বিষয়ে আমাকে নিজের সঙ্গে সৎ থাকতে হবে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR